শ্রী জয়দ্রথ পরিচালিত

অগ্নিবন্যা

সংগীত-গোপেন মল্লিক

হিমালয় পিকচার্সের নিবেদন

অগ্নিবন্যা

চিত্রনাট্য, সংলাপ প্রযোজনা ও পরিচালনা : **শ্রীজয়দ্রথ**

প্রধান শিল্প উপদেষ্টা : **কৃতি বসাক** কাহিনী : **কানুরঞ্জন ঘোষ**

সঙ্গীত : গোপেন মল্লিক গীত রচনা : প্রণব রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র গ্রহণ	দীনেন গুপ্ত	শিল্পনির্দ্দেশ	সুনীল সরকার
সঙ্গীত, আবহ সঙ্গীত ও শব্দ পুর্ণযোজনা	শ্যামসুন্দর ঘোষ	শব্দগ্রহণ	বাণী দত্ত, অতুল চট্টোপাধ্যায় সৌমেন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা	কমল গাঙ্গুলী	যন্ত্র সঙ্গীত	সুর ও শ্রী
রূপসজ্জা	শৈলেন গাঙ্গুলী	পোষাক পরিচ্ছদ	দাশরথী দাস
স্থিরচিত্রে	পরিমল চৌধুরী	পটশিল্প	কবি দাসগুপ্ত
ব্যবস্থাপনা	প্রতাপ মজুমদার প্রেমনাথ বন্দ্যোঃ	নৃত্য	অনাদি প্রসাদ
প্রচার	ধীরেন মল্লিক, রমেন গোস্বামী	পরিচয় লিখন	দিগেন ষ্টুডিও

● নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে ●

হেমন্ত কুমার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়

● সহকারী ●

পরিচালনা : হিমাংশু দাসগুপ্ত, অমিয় বসু। ● সঙ্গীত : জানকী দত্ত। চিত্রগ্রহণ : সুনীল চক্রবর্ত্তী। ● শব্দগ্রহণ : ঋষি বন্দ্যোঃ। জ্যোতি চ্যাটার্জী। ● সম্পদনা : প্রতুল রায়চৌধুরী। ● শিল্পনির্দ্দেশ : রবি দত্ত। ● রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জী, গৌর দাস। পটশিল্প : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। ● ব্যবস্থাপনা : জগদীশ মজুমদার, গোপাল সেন। আলোকসম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, হরেন গঙ্গোঃ, অনিল, ভবরঞ্জন, সুভাষ, সুধীর, সুদর্শন, অভিমন্যু, মাড়ু, ননী।

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

নির্ম্মল ভৌস (এটর্নি)। ডাঃ জ্যোতি বসাক। এ, কে, বাসু (নিউ আলিপুর)। প্রিসিসন্ ওয়াচ কোম্পানী। চৌধুরী কোম্পানী। আশিস রায়। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

● রূপায়ণে ●

বিশ্বজিৎ ● সন্ধ্যারায়

কমল মিত্র, অসিত বরণ, অমর মল্লিক, তরুণ কুমার, শিশির বটব্যাল, জহর রায়, অবনীশ ব্যানার্জী, ধীরাজ দাস, সুনীত, ঋষি, প্রতাপ, প্রেমনাথ, রনজিৎ, পান্নালাল, সন্তোষ, সদানন্দ, অর্দ্ধেন্দু, চন্দ্রমাধব, অধীর, ধনজিৎ, রাধাকান্ত, টোপা, শাম্ব, সৌমেন, কেষ্ট, গৌর, রবীন্দ্র, প্রফুল্ল, সেতু, সুধীর, নিলয়, বিমল ঘোষ, মঞ্জু দে, ভারতী, পদ্মা, তপতী, বাণী গাঙ্গুলী, মমতা, বুলবুল, মিনতী, উষা, চিত্রা, মালা, কৃষ্ণা, রত্না সেনগুপ্তা ও নবাগতা কুমকুম

ক্যালকাটা মুভীটোন ও টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।
একমাত্র পরিবেশক : অঞ্জন ফিল্মস (প্রাঃ) লিঃ-এর সৌজন্যে—
শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১৩

কাহিনী

অন্ধকার.....শীতের রাতের স্তব্ধতা ভেঙ্গে ছুটে চলেছে একটি গাড়ী—রাস্তার একটা মোড়ে এসে গাড়ীটী অপর একটী গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগতে গিয়ে অল্পের জন্যে বেঁচে যায়। ফলে গাড়ীর ষ্টার্ট যায় বন্ধ হয়ে—গাড়ী থেকে নেমে আসে কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পপতি, সুগায়ক ও সুদর্শন যুবক দীপক চৌধুরী। গাড়ীর ইঞ্জিন ঠিক করে তাতে উঠতে গিয়ে তার চোখে পড়ে রাস্তার অপর পাশে গাছের তলায় দাঁড়ান একটী মেয়ের দিকে—তার একটী হাত প্রসারিত কিছু সাহায্যের প্রত্যাশায়—কিন্তু মুখটী তার ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। মেয়েটী কয়েক পা তার দিকে এগিয়ে আসে। দীপক তার দিকে সন্দিহান ভাবে তাকায়—পরে দয়াপরবশে তাকে কিছু সাহায্য করে। দীপকের মনে হয়—মেয়েটী যুবতী—তার সম্বন্ধে এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে সে বাড়ী ফেরে।

বন্ধু রজতের অনুরোধে— একদিন সে উপস্থিত হয় মিতালি সংঘের বাৎসরিক উৎসবে। একটী মেয়ের অনবদ্য নাচ, গান ও অভিনয়ে সে মুগ্ধ হয়। রজতের অনুরোধে ও পীড়াপীড়িতে এবং একান্ত অনিচ্ছায় দীপক মেয়েটীকে একটী বিশেষ পুরস্কার দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই বিশেষ পুরস্কার দেওয়া নিয়ে সংঘের সভ্য-সভ্যা ও অন্যান্যদের মধ্যে ওঠে এক রসিকতার গুঞ্জন—দীপক বিব্রত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে মান বাঁচায়! এনিয়ে দীপক ও রজতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়।

দীপক দিদি আর জামাই বাবুর কাছেই মানুষ—জামাইবাবুর সঙ্গে সেও ব্যবসা দেখাশোনা করে—আর সেই উপলক্ষ্যে একটী মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ক্রমে তারা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে—সেই ঘনিষ্ঠতা রূপান্তরিত হয় প্রণয়ে। পথে দেখা সেই রহস্যময়ী মেয়েটীর কথা দীপক ক্রমে ক্রমে ভুলে যায়।

উভয় পরিবারের কাছে এই প্রণয়ের কথা আর গোপন থাকে না। উভয় পরিবারের ইচ্ছাতেই বিবাহেরও আর কোন বাধা থাকে না। কিন্তু অভাবনীয় রূপে আশীর্ব্বাদের পর মুহূর্ত্তেই আসে এক প্রবল বাধা—সে বাধা আসে দীপকের পরিবারের পক্ষ হতে—কিসের বাধা? বিয়ে আর হবে না? কিন্তু কেন? কী তার অপরাধ? রাস্তায় দেখা সেই ভিখারীণী মেয়েটি—যাকে সে কিছু সাহায্য করেছিল—যাকে সে ভুলে গিয়েছিল—সে ও কি এর সঙ্গে জড়িত???

=এর জবাব দেবে সামনের রূপালী পর্দা

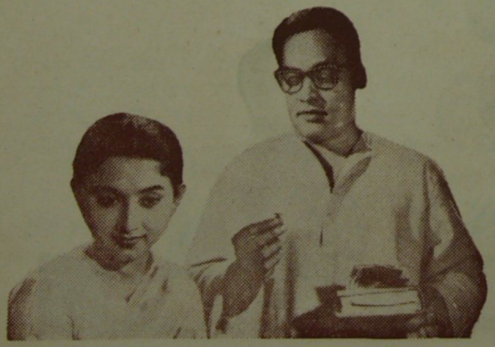

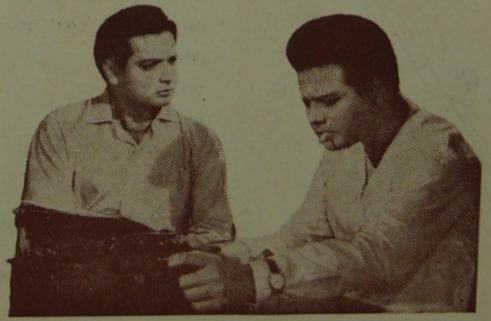

সঙ্গীত

(১)

মেঘে ঢাকা চাঁদ বুঝি তুমি গো—
কে গো তুমি বলনা
একবার দেখা দিয়ে লুকালে
একি তব ছলনা।
চলে গেছ আপনায়ে ঢাকিয়া
দুটী ফোঁটা আঁখি জল রাখিয়া
কি বেদনা ছিল তব মরমে
জানা আজো হল না।
মনের মাধুরী দিয়ে ছবি তব এঁকেছি—
গানে গানে তব নামে ডেকেছি—
আর ছবি তব এঁকেছি।
ক্ষণিকের চেনা মনে রবে কি
কোনদিন ফিরে দেখা হবে কি
আশা আর নিরাশার দোলাতে
দোলে মন দোলনা॥

—প্রণব রায়

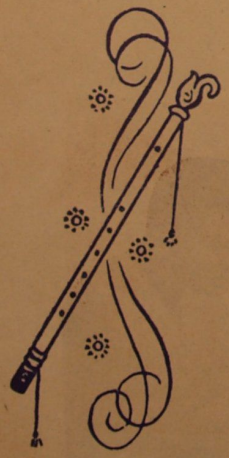

(২)

তুমি যে ভোরের সুরে হৃদয় জুড়ে
ঘুম ভাঙালে আমার
জানালে ঘুম ভেঙেছে মন রেঙেছে
আমার আগেই তোমার।
এসে আজ নিজেই দিলে ধরা
তাই আলোয় ভুবন ভরা
তুমি যে নতুন সাজে আমার মাঝে
আনলে গানের জোয়ার।
তোমারই ভৈরবীতে চোখ মেলিতে
দেখি বিভোর হয়ে
জীবনের ঘুম টুটেছে
স্বপ্ন গেছে রয়ে।
যে মায়ায় লুকিয়ে তুমি ছিলে
সে যে নিজেই তুলে নিলে
চিনেছি নতুন করে নতুন ভোরে
তোমার হাসি আবার॥

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

রাজার কুমার এলো কাছে
পক্ষীরাজে চড়ে—
পথিক মেয়ের ভাগ্য এমন
হলো কেমন করে।
রাজ কুমারের হাতে ছিল
খোলা তলওয়ার
রাক্ষসটা পালিয়ে গেল
প্রাণের ভয়ে তার।
খুশীর হাওয়ায় দুঃখী মেয়ের
ঘোমটা গেল সরে।
তেপান্তরের ঐ ওপারে
নীল পাহাড়ের দেশে
আবার ওদের দেখা হলো
নতুন ছদ্মবেশে।
অসি ফেলে রাজপুত্তর
হাতে নিল বাঁশী
চোখের জলে জাগলো মেয়ের
রামধনু রং হাসি।
সব পেয়েছির দেশে ওরা
চললো দু'হাত ধরে।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

ভালবাসা বুঝি আলেয়া
কাছে ডাকে ইসারায়
মুগ্ধ পথিক ছুটে যায়
আর আঁধারে পথ হারায়।
পাষাণ প্রতিমা গড়ি
মিছে তার পূজা করি
সবটুকু দিয়ে বিনিময়ে মন
আঘাত শুধু কুড়ায়।
এ জীবন বুঝি শুধুই ভুলের খেলা
কতনা সুখের ছবি এঁকে হায়
আঁখি জলে মুছে ফেলা।
ছলনায় গাঁথা মালা
দিল যে অশনি জ্বালা
অধরে তুলিতে তৃষ্ণার জল
পলকে শুকায়ে যায়॥

প্রণব রায়

(৫)

আজ মেরি ঘর আয়িন ব্যালাম॥

(৬)

আবুতো পিয়া মানত নেহি।

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের পরবর্তী নিবেদন

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর

উল্কা

মঞ্চসাফল্য মন্ডিত নাটকের অনন্যসাধারন চিত্ররূপায়ন

শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্সের পক্ষ হইতে প্রাণ কৃষ্ণ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।